239417 - সঠকি তারবয়িা ইসলাময়িার রূপরখো কী?

প্রশ্ন

অনকেে আছনে বাচ্চাদরেকে কুরআন শরীফ মুখস্ত করান যহেতেু কুরআন শখিানোর শক্ষিক পাওয়া যায়, ফকিাহ শক্ষিা দনে যহেতেু শাইখ ও শক্ষিক পাওয়া যায়। কন্তিু, আমাদরে চলাফরো, জীবন ধারণ ও অন্যদরে প্রতি আমাদরে দৃষ্টভিঙ্গরি মধ্যে আমরা যথাযথ তারবিয়িা বা চারত্রিকি শক্ষিার ঘাটতি লক্ষ্য করছ।ি অন্য কথায় তারবয়িার ক্ষত্রেে চরম ও ভয়াবহ শূণ্যতা রয়ছে।ে তারবয়িার কারগির কোথায় আছ?ে তারবয়িার শক্ষিক গড়তে তোলার পদ্ধতি কী?

শরয়ি শক্ষিা কারকিুলাম তারবয়িা বষিয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পন্থা কী হতে পার?ে তারবয়িা ছাড়া ইল্ম অর্জন করার উপকারতিা কী? আমাদরে এ বষিয়টি বুঝইে আসে না শক্ষিকদরে মাঝ থকেে তারবয়িা শখোনোর বষিয়টি হারয়িে গলে কভিাব?ে অন্যথায় তারা শক্ষিাক্ষত্রেে এলনে কনে? আর তারবয়িার ক্ষত্রেে পরবিাররে ভূমকিা; সে দন্যৈদশা সম্পর্কে আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারনে। এরপরে আর কোন দন্যৈদশা হতে পারে না!
কভিাবে আমরা তারবয়িা শক্ষিাদানে যোগ্য শক্ষিক-শক্ষিকিা গড়তে তুলতে পার?ি তারবয়িা কি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি শাস্ত্র? নাকি এটি আলমেগণরে বোধশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তরি উপর নর্িভরশীল?
আগকোর দনিে আলমে-ওলামা, রাজা-বাদশা, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোকেরো তাদরে সন্তানদরেকে কভিাবে তারবয়িা শখিাতনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

একটু গভীর চন্তিাভাবনা করনে এমন প্রত্যকে ব্যক্তরি কাছে এটা সুস্পষ্ট য,ে অনকে সাধারণ ও বশিষে ব্যক্তরি দৃষ্টভিঙ্গতিে ইল্ম ও আমল, জ্ঞান ও তারবয়িা (চারত্রিকি শক্ষিা) এর মাঝে একটা বচ্ছিদে গড়ে উঠছে।ে এ কারণে তাদরে অনকেরে ধারণা, তারবয়িা হচ্ছ-ে তত্ত্বীয় জ্ঞান নর্িভর বষিয়। পতিামাতা কর্তৃক সন্তানদরেকে যতবশেি তথ্য ও টক্সে গলিানো যায় এর সাথে তারবয়িা সম্পৃক্ত। এর সাথে পতিামাতাকে তারবয়িা দানরে পদ্ধতি সম্পর্কে লখো হয়ছেে এমন বশিাল সংখ্যক বই-পুস্তক ও গবষেণাপত্র সংগ্রহ করার চষ্টো করতে হব।ে অবস্থা এমন দাঁড়য়িছেে য,ে তারা শরয়ি দললিগুলোর কর্মগত শক্ষিা (তারবয়িা আমলী) কে বাদ দয়িে দললিগুলোর মস্তষ্কিপ্রসুত বভিন্নি তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা খুঁজে বড়োচ্ছনে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছ-ে

আল্লাহ্র বাণী: “আল্লাহ্কে তারাই ভয় করনে; আল্লাহ্র বান্দাদরে মধ্যে যারা জ্ঞানী”[সূরা ফাতরি; আয়াত নং- ২৮] কে তারা শরয়ি হুকুম-আহকামে পারদর্শী আলমে ও বভিন্নি এক্সপরেমিন্টোল জ্ঞানে পারদর্শী বজ্ঞিানী উভয়রে ব্যাপারে

গ্রহণ করনে। অথচ আয়াতে কারীমাতে এমন প্রমাণ নইে যে, প্রত্যকে জ্ঞানীই আল্লাহ্কে ভয় করনে। বরং আয়াতটি প্রমাণ করছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সইে জ্ঞানী।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে: আল্লাহ্ তাআলা বলনে, "আল্লাহ্কে তারাই ভয় করনে; আল্লাহ্র বান্দাদরে মধ্যে যারা জ্ঞানী"[সূরা ফাতরি, আয়াত: ২৮] এ বাণীটি প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সইে জ্ঞানী। এ ব্যাখ্যাই সঠকি। এ বাণীটি এ কথা প্রমাণ করে না যে, প্রত্যকে জ্ঞানী ব্যক্তইি আল্লাহ্কে ভয় কর।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (৭/৫৩৯) থকেে সমাপ্ত]

তনিি অন্য এক স্থানে (৭/২১) বলনে:

আয়াতরে অর্থ হচ্ছ- আল্লাহ্কে কউে ভয় করে না; তবে আলমেরা ছাড়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছনে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সইে আলমে। যমেনটি অন্য আয়াতওে বলছেনে: "যে ব্যক্তি রাতরে বভিন্নি প্রহরে সজিদাবনত হয়ে ও দাঁড়য়িে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখরিাতকে ভয় করে এবং তার রবরে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান?'[সূরা যুমার, আয়াত: ০৯][সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম যে আয়াতটরি দকিে ইঙ্গতি করছেনে সটেকিওে এর প্রকৃত অর্থরে পরবির্তে ভন্নিার্থে ব্যাখ্যা করা হয়। আমল ও তারবয়িা বহিীন জ্ঞান ও শক্ষিার প্রশংসার পক্ষে দললি হসিবেে আয়াতটকিে পশে করা হয়। এ ক্ষত্রেে তারা আয়াতটরি প্রথমাংশরে পরবির্তে শুধু শষোংশ উল্লখে করনে। অথচ আয়াতটরি শষোংশ "যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান?" এর তাফসরি রয়ছেে আয়াতরে প্রথমাংশে "যে ব্যক্তি রাতরে বভিন্নি প্রহরে সজিদাবনত হয়ে ও দাঁড়য়িে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখরিাতকে ভয় করে এবং তার রবরে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?)"। আয়াতরে শষোংশে যাদরেকে জ্ঞানী হসিবেে উল্লখে করা হয়ছেে আয়াতরে প্রথমাংশে তাদরেকে জান্নাত ও আল্লাহ্র রহমতরে আশাপ্রার্থী হয়ে, জাহান্নামরে ভয়ে ভীত হয়ে রাতরে প্রহরসমূহে বনিয়াবনত হয়ে নামায আদায়কারী হসিবেে উল্লখে করা হয়ছেে। আর যাদরেকে জ্ঞানহীন হসিবেে উল্লখে করা হয়ছেে তারা এ সকল আমল সম্পর্কে গাফলে। এভাবে বষিয়টি একটু ভবেে দখেুন।

এ কারণে ইবনুল কাইয়্যমে 'মফিতাহুস সাআদা' গ্রন্থে (১/৮৯) একটি মূলনীতি নর্িণয়ন করতে গয়িে বলনে: "সলফে সালহেীনগণ শুধু সসেব ইল্মকে ফকিাহ বলতনে যসেব ইলমরে সাথে আমল পাওয়া যতে"[সমাপ্ত]

আমাদরে সলফে সালহেীনদরে নকিট এটাই হচ্ছে ফকিাহরে স্বরূপ; অর্থাৎ ইলমরে সাথে আমল। এই হাকীকত যখন অনকে দাঈ, শক্ষিক ও প্রতপিালকদরে মাথা থকেে বলিুপ্ত হয়ে যায় তখন তারা মানুষরে চরত্রি ঠকি করার পরবির্তে, অন্তরকে সংশোধন করার পরবির্তে, আত্মার পরচির্যার বদলে, আখলাককে পরশীলতি করার বপিরীতে তাত্ত্বকি মস্তষ্কিনর্িভর তারবয়িার দকিে ঝুঁকে পড়নে। তারা ভাবনে, এটাই হচ্ছ- ঈপ্সতি তারবয়িা, কাঙ্ক্ষতি ফকিাহ; কন্তিু আসলে ব্যাপারটি এমন

নয়।

চরত্রি ও দ্বীনদারি শক্ষিা দান রব্বানী (আল্লাহ্প্ররয়ি) লোকদরে ছাড়া সম্ভবপর নয়। চাই তারা আলমে হন, দাঈ হন, সংস্কারক হন কংিবা শক্ষিক হন। রব্বানী হচ্ছনে তনিি যনিি ইল্ম, আমল ও শক্ষিাদানরে ক্ষত্রেে রব্ব এর সাথে সম্পৃক্ত থাকনে।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে, "বরং তনিি বলবনে, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যহেতেু তোমরা কতিাব শক্ষিা দাও এবং যহেতেু তোমরা অধ্যয়ন কর।"[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৭৯]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) ফাতহুল কাদরি গ্রন্থে (১/৪০৭) বলনে:

ربَّاني রব্বানী শব্দটি ربّ শব্দরে দকিে منسوب (সমন্ধীয়)। مبالغة (আধক্যি) বুঝানোর জন্য رب শব্দরে শষেে ان (আলফি-নূন) বৃদ্ধি করে ربَّاني শব্দটি গঠন করা হয়ছে। যমেন বড় لحية বা দাঁড়ওিয়ালা লোককে বলা হয় لِحْياني বড় جُمَّة বা চুলওয়ালা মানুষকে বলা হয় جُمّاني প্রশস্ত رقبة বা গর্দানরে মানুষকে বলা হয় رقباني

কারো কারো মত, রব্বানী হচ্ছনে যনিি ভারী ভারী জ্ঞানরে পূর্বে মানুষকে ছোট ছোট জ্ঞান শক্ষিা দনে। এভাবে সে শক্ষিক যনে সহজীকরণরে ক্ষত্রেে রব্বকে অনুসরণ করছনে।"[সমাপ্ত]

সারকথা হচ্ছ: অবস্থার পরবির্তনহীন নছিক কছিু কথামালা তারবয়িা নয়; ঈমানী ভাবাবগেমুক্ত নছিক কছিু শব্দমালা তারবয়িা নয়। বরং তারবয়িার ভত্তিি হচ্ছ- সুদৃঢ় মানসকি ক্ষমতা অর্জন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাঝে সমন্বয় করব। গূঢ় তত্ত্ব ও বোধরে মধ্যে সংযোজন করব। যা জানব তা আমল করব। যা বুঝব তা শক্ষিা দবি। এ কারণে ইমাম শাওকানী وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ "এবং যহেতেু তোমরা অধ্যয়ন কর।" আয়াতরে ব্যাখ্যায় বলনে, যে ব্যক্তি تدرسون শব্দটকিে তাশদীদ দয়িে পড়বে তার কর্তব্য হব, رباني শব্দটকিে ইল্ম ও তালীম এর চয়েে অতরিক্তি একটি অর্থে গ্রহণ করা। সটো হতে পার, মুখলসি হওয়া, প্রজ্ঞাবান হওয়া কংিবা সহষ্ণিু হওয়া; যাতে করে কারণটি প্রকাশ পায়।

আর যে ব্যক্তি শব্দটকিে সাকনি দয়িে পড়বে তার জন্য শব্দটকিে আলমে অর্থে গ্রহণ করা জায়যে হব; যনিি মানুষকে শক্ষিাদান করনে। তখন আয়াতটরি অর্থ হব, যহেতেু আপনারা আলমে সুতরাং আপনারা শক্ষিক হন। যহেতেু আপনারা ইল্ম অধ্যয়ন করনে সহেতেু আপনারা শক্ষিক হন।

এভাবে এ আয়াতে কারীমাতে ইল্ম অনুযায়ী আমল করার প্রতি জোরালোভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে। ইল্ম অনুযায়ী আমল করার সবচয়েে বড় পন্থা ইল্ম শক্ষিাদান করা এবং আল্লাহ্র প্রতি একনষ্ঠি হওয়া।[ফাতহুল কাদীর (১/৪০৭) থকেে সমাপ্ত]

এ আলোচনা থকেে সুস্পষ্ট হল য, রাব্বানী তারবয়িার মূল ভত্তিি হচ্ছে আদর্শ দয়িে তারবয়িা প্রদান; কর্মহীন কথা দয়িে

নয়। তাই হাফযে ইবনে রজব (রহঃ) তাঁর লখিতি একটি পুস্তকিাতে বলনে, “পরবর্তীদরে জ্ঞানরে উপর পূর্ববর্তীদরে জ্ঞানরে মর্যাদা”।[পৃষ্ঠা-৫]

পরবর্তী যামানার অনকে মানুষ এ ক্ষত্রেে সঠকি দৃষ্টভিঙ্গি থকেে বচ্যিুত হয়ছেনে। তারা ধারণা করছেনে যে, দ্বীনি বষিয়ে যনিি বশেি কথা বলতে পারনে, বশেি যুক্ততির্ক উপস্থাপন করতে পারনে তনিি অন্যরে চয়েে বড় জ্ঞানী!!

এটি নরিটে মূর্খতা। আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), আলী (রাঃ), মুয়ায (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), যায়দে বনি ছাবতে (রাঃ) প্রমুখ বড় বড় আলমে সাহাবীদরে দকিে তাকয়িে দখেুন; তাঁরা কমেন ছলিনে: তাঁদরে কথাবার্তার পরমিাণ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর চয়েে কম ছলি। কন্তিু, তাঁরা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর চয়েে বড় আলমে ছলিনে।

তাবয়েীদরে কথা সাহাবীদরে চয়েে বশেি ছলি; অথচ সাহাবীরা তাবয়েীদরে চয়েে বড় আলমে ছলিনে।

তাবে-তাবয়েীদরে অবস্থাও একই রকম। তাবয়েীদরে চয়েে তাদরে কথা বশেি ছলি; অথচ তাবয়েীরা তাদরে চয়েে বড় আলমে ছলিনে।

সুতরাং, বশেি বশেি বর্ণনা করতে পারা, কথা বলতে পারা ইল্ম নয়। বরং ইল্ম হচ্ছে- এমন একটি নূর যা অন্তরে ঢলেে দওেয়া হয়; যার মাধ্যমে বান্দা হককে বুঝতে পার,ে হক ও বাতলিরে মাঝে পার্থক্য নর্িণয় করতে পারে এবং ঈপ্সতি উদ্দশ্যে অর্জতি হয় এমন সংক্ষপ্তি কথার মাধ্যমে সটো প্রকাশ করতে পার।ে[সমাপ্ত]

মুসলমি পরবিার ও শক্ষিা প্রতষ্ঠিানগুলো যে সমস্যাগুলোতে জর্জরতি এর মধ্যে বড় একটি সমস্যা হচ্ছ:ে সৎ ও আল্লাহ্ওয়ালা আদর্শ তাদরে সামনে না থাকা; যে আদর্শ মানুষ তাদরেকে কথার আগে কাজ দয়িে শখিাবনে। তাদরেকে শক্ষিা দয়োর ক্ষত্রেে নর্িভুল উক্তরি সাথে সৎ কর্মকওে সমন্বতি করবনে; হকিমতরে সাথ,ে আল্লাহ্র দ্বীনরে সঠকি বুঝ ও উদ্দশ্যে মোতাবকে।

ইবনুল জাওযি বলনে, জনেে রাখুন সন্তানকে আদব-কায়দা শক্ষিা দয়োর উদাহরণ হচ্ছে বীজরে মত। আদব শক্ষিাদানকারী হচ্ছনে জমনিরে মত। যদি জমনি খারাপ হয় তাহলে বীজ নষ্ট হয়ে যাব।ে আর জমনি ভাল হলে বীজ অঙ্কুরতি হবে ও বৃদ্ধি পাব।ে”[ইবনুল মুফলহি এর ‘আদাবুস্ শারইয়্যাহ’ (৩/৫৮০)]

উম্মতরে আলমে ও নকেকারদরে মধ্যে যাদরে সন্তান নকেকার হয়ছেনে তারা এভাবইে হয়ছেনে। ফকিাহবদি ও আদর্শকি শক্ষিকদরে মধ্যে যারা নকেকার মানুষ বানয়িছেনে তারা এভাবইে বানয়িছেনে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপায়-উপকরণরে দৌড় শষে হয়ে যায়। বষিয়গুলোকে আল্লাহ্র উপর ছড়েে দতিে হয়; যনিি মানুষরে সকল কর্মরে স্রষ্টা, যনিি মানুষরে সঠকি পথরে দশিারী। শক্ষিক ও পতিামাতা সর্বোচ্চ যা করতে পারনে সটো হচ্ছে- শাসন করা, সংশোধন করা। কন্তিু, সৎ বানানো ও অন্তরগুলোকে পরবির্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া কারো হাতে নইে।

এ কারণে বলা হয়: “শাসন করা পিতামাতার কর্তব্য। আর সৎ বানানো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।”[ইবনুল মুফলিহ এর ‘আল-আদাবুস্ শারইয়্যাহ’ (৩/৫৫২)]

সর্বশেষে কথা হচ্ছে-

যথাযথ তারবিয়া বাস্তবায়নের উপায় সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। দাঈ ও শিক্ষকগণকে তারবিয়ার স্বরূপ-প্রকৃতির ব্যাপারে সচেতন করে তোলা।

২। মুসলিম উম্মাহর সর্বস্তরের সংস্কারকগণকে রাব্বানী তারবিয়ার উপায়-উপকরণের সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৩। সংস্কারকগণ কর্তৃক মুসলিম সমাজের ভাল ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি তারবিয়া শিক্ষা দেয়ার জন্যেও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সেসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করার জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে কিছু রাব্বানী শিক্ষক গড়ে তোলা।

আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।